2415/C/2020
118/SRC/2020.

W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. /25/ /2020

Date: 12. 08. 2020.

Enclosed is the news clippings appeared in the 'Bartaman', a Bengali daily dated 11. 08.2020, the news item is captioned ' পুকুরের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী'।

Commissioner, Kolkata Municipal Corporation is directed to enquire into the matter and to furnish a report to the Commission within a period of 4 weeks from the date of communication of the direction.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

A.S./S.O. is directed to take immediate steps.
12.08.2020

Encl: News Item Dt. 11. 08.2020

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and upload in the website.

SDB

2415/6/2020

বর্তমান তাং ১২.০৬.২০

পুকুরের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: উম-পুন পরবর্তী সময়ে পরিচ্ছন্নতার অভাবে অসহনীয় চেহারা নিয়েছে ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত আজাদগড় ৩ নং এলাকার পুকুরটি। রীতিমতো দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এলাকায়। পুকুরের মধ্যে তো বটেই, ধার বরাবর বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে রয়েছে নিত্যদিনের ফেলে দেওয়া খাবার, আবর্জনা। এলাকাবাসী প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। তাঁদের অভিযোগ, মাঝে মাঝে এমন দুর্গন্ধ বের হয় যে, বাড়ির ভিতরেই নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম হয়।

পুকুরের চারপাশ ঘুরে দেখা গেল, যাবতীয় আবর্জনা ফেলার ভ্যাট হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটি। লকডাউনের আগে থেকেই নোংরা খাবারের প্লেট, পলিথিনের প্যাকেট, ওষুধের বোতল, মদের বোতল, পুরনো জুতো ইত্যাদি সবই পড়ছে পুকুরের জলে। শুধু তাই নয়, পুকুরে নামার বাঁধানো ঘাটের পাশে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে পচনশীল খাবার। যা অল্প বৃষ্টিতেই গিয়ে পড়ছে পুকুরের জলে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ভারী বৃষ্টি হলে পুকুরের এই নোংরা জল ঢুকে যায় একতলার বাড়িতে। তার সঙ্গে ভেসে আসে নোংরা-আবর্জনা। দীর্ঘদিন ধরে পরিষ্কারের অভাবে বাড়ছে মশা এবং অন্যান্য পোকামাকড়ের উপদ্রব। আজাদগড়ের এই পুকুরের অবস্থা আরও করুণ হয়েছে উম-পুন বিপর্যয়ের পর। ওই সময় পুকুর পাড়ের বড় গাছ ভেঙে পড়ে। এমনকী, একটি ল্যাম্পপোস্টও পুকুরের পাড় বরাবর হেলে পড়ে। অথচ, বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, প্রায় দু'মাস হয়ে গেলেও এই জায়গা পরিষ্কার করার কোনও তাগিদ ছিল না পুরসভার। এই বিষয়ে স্থানীয় কো-অর্ডিনেটর তপন দাশগুপ্ত বলেন, যে গাছটি উম-পুনের তাণ্ডবে পুকুরে ভেঙে পড়ে সেটি সরানো হয়ে গিয়েছে। তবে স্থানীয় মানুষজন সচেতন নন। তাঁরাই পুকুরে ময়লা ফেলেন, যার ফলে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়।

আজাদগড়

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি বিধায়ক তহবিলের টাকায় ওই পুকুরের চারপাশ বাঁধিয়ে দেওয়া হয়। এমনকী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার স্বার্থে পুকুরের ধার বরাবর নেট লাগানো হয়। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা পুকুরের পাঁচিল আরও কিছুটা উঁচু করার দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে পুকুরের জল রাস্তা পেরিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ছে। ফলে একতলার ঘরের মেঝে সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। ভুক্তভোগী এক বাসিন্দা জানান, এই এলাকা তুলনামূলকভাবে নিচু হওয়ায় বর্ষাকালে বাড়ির ভিতরে জল ঢুকে সমস্ত জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যায়। মাটিতে কোনও জিনিস রাখা রীতিমতো চিন্তার বিষয়।